পিকেএসএফ নিউজলেটার

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

ভলিউম ঃ ২৬, সংখ্যা ঃ ৬, সেপ্টেম্বর ২০১১ ● পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর একটি ত্রৈমাসিক নিউজ বুলেটিন

পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিগত ১১-১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে যশোর জেলায় পিকেএসএফ-এর ২টি সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন ও রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের পরিদর্শনকালে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। সফরকালে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ জাগরনী চক্র ফাউণ্ডেশনের গেষ্ট হাউজ 'পান্থ নিবাস' এ অবস্থান করেন।

সূচি

LIFT-এর আওতায় আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ পৃষ্ঠা ৩

গবাদিপশু বীমা কার্যক্রমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন পৃষ্ঠা ৪

দৃঢ় মনোবল আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কষ্টকে জয় করেছেন লাকী পৃষ্ঠা ৪

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প পৃষ্ঠা ৬

এগিয়ে চলছে সমৃদ্ধি পৃষ্ঠা ৬

ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি পৃষ্ঠা ৭

পিকেএসএফ স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ পৃষ্ঠা ৮

প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর পৃষ্ঠা ৮

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র পৃষ্ঠা ৯

পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা পৃষ্ঠা ১১

১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ যশোরস্থ জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের উপকারভোগী পরিবারসমূহের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাঁর বক্তব্যে দরিদ্র মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই লক্ষ্যে পিকেএসএফ সকল কর্মকাণ্ডে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উক্ত কর্মসূচি শেষে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার দাদপুর গ্রামে পিকেএসএফ অর্থায়নে পরিচালিত জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের দু'টি ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম - গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ ও গাভী পালন প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং ঋণ গ্রহীতাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মতবিনিময় সভায় তাঁরা অবগত হন যে, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ অধিক লাভজনক হলেও কিছু সমস্যা বিদ্যমান। তন্মধ্যে ভালো বীজের সংকট, বিদেশ হতে টমেটো আমদানীর কারণে স্বল্প বাজার দর, চাহিদার তুলনায় ঋণের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে কৃষকরা চাহিদা অনুযায়ী টমেটো চাষ করতে পারছেন না। এ ধরণের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রমসমূহের সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে ফাউণ্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থা উন্নতকরণ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের সিলিং বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ স্বল্পতার সমস্যা সমাধান ও বিশেষ প্রণোদনার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে ঋণ গ্রহীতাদের আশ্বাস প্রদান করেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, পিকেএসএফ জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশনের উপকারভোগীদের কৃতী সন্তানদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করছেন।

জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্প 'টমেটো চাষ' পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

একই দিন বিকেলে পিকেএসএফ-এর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক যশোর শহরস্থ বকচর এলাকায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত একটি 'অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ' পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক ও শ্রমিকদের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় যশোর অঞ্চলের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা ও সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। গঠনমূলক ও উৎসাহব্যঞ্জক এই সভা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হলে যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ এবং টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

সন্ধ্যায় পিকেএসএফ-এর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের যশোর জেলার আরবপুরস্থ সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের শেল্টার হোম/আশ্রয়স্থল 'শিশু স্বর্গ' পরিদর্শন করেন। বর্তমানে এই শেল্টার হোমে ১০০ জন ছেলেমেয়ের আবাসন, মানসম্মত খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, বিনোদন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে যশোর জেলার চাঁচড়া অঞ্চলে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম-চাঁচড়া মৎস্য পলীর রেণু উৎপাদন, বিপণন ও একটি হ্যাচারি পরিদর্শন করেন এবং জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ গ্রহীতাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

এরপর পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালীতে পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতাধীন 'রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন' এর ফুল চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ সংশিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ গ্রহীতাদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় 'রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন' কর্তৃপক্ষ এই এলাকায় ফুল চাষের ইতিহাস, সম্ভাবনা, সমস্যা ও সাম্প্রতিক অগ্রগতি উপস্থাপন করে।

পরবর্তীতে পিকেএসএফ-এর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় সংস্থাটির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিস্তারিত উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়।

পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ খুলনা বিভাগে কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মতবিনিময় সভাটি ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে 'রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খুলনা বিভাগের মোট ৩১টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের কর্মএলাকা ও কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। খুলনা বিভাগের সহযোগী সংস্থাগুলোর কাছে এ সভাটি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ছিলো।

পরিদর্শন শেষে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ঢাকায় ফিরে আসেন।

জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন অর্থায়িত মৎস্য হ্যাচারী পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

খুলনা বিভাগের সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানদের সাথে মতবিনিময় করছেন পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

LIFT-এর আওতায় আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ

অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সার অন্যতম একটি মূল উপাদান। ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সারের মধ্যে ইউরিয়া ব্যবহারের হার ৬০% এবং এটি মূলতঃ বোরো ধান চাষে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ইউরিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধান গাছ ৩০% নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে কিন্তু গুটি ইউরিয়ার ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন গ্রহণের হার প্রায় ৭০%। এছাড়া, আমাদের দেশে ইউরিয়া উৎপাদনের পরিমাণ অপ্রতুল বিধায় বিদেশ থেকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া সার আমদানী করতে হয়। অপরদিকে, কৃষি জমিতে ব্যাপকভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় মাটির উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, ফসলের মান এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এ অবস্থায় ইউরিয়া সারের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা জরুরি এবং ধান চাষে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সহযোগী সংস্থা 'সজাগ' এর একটি প্রদর্শনী পট

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫% সার ব্যবহার সাশ্রয় হয়, একইসাথে ২০-২৫% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে উৎপাদন খরচ ও পরিবেশের দূষণ হ্রাস পায়।

পরিবেশ বান্ধব গুটি ইউরিয়া সারের সুফল কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় অবস্থিত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'সজাগ' গুটি ইউরিয়া সার উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ধানের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত সুবিধার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে পিকেএসএফ ২০০৯ সালে 'সজাগ'-এর উদ্যোগটিকে 'Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় তহবিল সহায়তা প্রদান করে ।

কৃষিক্ষেত্রে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার নতুন প্রযুক্তি নয়, কিন্তু বেসরকারি সংস্থা পর্যায়ে গুটি ইউরিয়া উৎপাদনে সফলতা পাওয়ার উদাহরণ বিরল। LIFT'-এর এই উদ্যোগ কৃষকদের মাঝে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

পাশাপাশি গুটি ইউরিয়া এ্যাপ্লিকেটর-এর ব্যবহার এবং কৃষক পর্যায়ে গুটি ইউরিয়া সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

'সজাগ' ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ১০টি মেশিনের মাধ্যমে ১০৪০ টন গুটি ইউরিয়া তৈরি করেছে এবং প্রায় ২৫০৬৩ জন কৃষককে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ পর্যন্ত ৪০০ ভিডিও প্রদর্শনী করা হয়েছে এবং ৩০০টি প্রদর্শনী পট প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগে ১৩টি গুটি ইউরিয়া এ্যাপ্লিকেটর কৃষক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে কার্যকরী প্রশিক্ষণ ও প্রচারণার ফলে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা অধিক হারে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার করছে। কর্মএলাকায় এ পর্যন্ত ৩৭,১১৭ জন কৃষক প্রায় ৩৭,৭০৪ বিঘা জমিতে বোরো ধান চাষে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করেছে।

বিগত ২০১১ বোরো মৌসুমে ১৫,৪৩৪ জন কৃষক ১৫,০০০ বিঘা জমিতে ৩০০ মেট্রিক টন গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করেছে। ফলে ২৫৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সাশ্রয় হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০.৬০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া কৃষক পর্যায়ে মোট অতিরিক্ত আয় হয়েছে প্রায় ২৭৩.৬০ লক্ষ টাকা।

ধান চাষে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যয় ১১.৬০% কমেছে এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা ১৫-২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। LIFT-এর এই উদ্যোগের আওতায় ১১৭ জনের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে, দরিদ্র কৃষক পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩৬%-৫১% (৯-১১ মাসের ক্ষেত্রে) এবং ১৪%-৩১% (১২ মাসের ক্ষেত্রে)। ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন (ডিএই) গুটি ইউরিয়া সার প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য 'সজাগ'কে পুরস্কৃতও করেছে।

কৃষি জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করছেন একজন কৃষক

গবাদিপশু বীমা কার্যক্রমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে 'মাইক্রোফিন্যান্স ফর মারজিনাল এন্ড স্মল ফার্মারস (এমএফএমএসএফ)' প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি ২০১০ হতে মাঠ পর্যায়ে গবাদিপশু বীমা (পাইলট) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৭টি সহযোগী সংস্থা (আফাউস, এএসকেএস, গ্রামাউস, জাকস ফাউন্ডেশন, শার্প, ভার্ক এবং এসকেএস) মাঠ পর্যায়ে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গবাদিপশু বীমা (পাইলট) কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যার আলোকে মাঠ পর্যায়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহকে কার্যক্রমের আওতায় অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে এবং কার্যক্রমের আওতায় বীমাকৃত প্রাণীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। এই পাইলট কার্যক্রমের সফলতা এবং ব্যর্থতা পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে কার্যক্রমটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গবাদিপশু বীমা (পাইলট) কার্যক্রম গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হল, গবাদিপশু পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ের আক্রমণে গবাদিপশুর মৃত্যুজনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি লাঘবে কৃষকদের সুরক্ষা প্রদান। এই লক্ষ্যে যে সকল পরিস্থিতি বীমার আওতাভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো-গবাদিপশুর বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা মহামারী এবং অন্যান্য যৌক্তিক কারণে গবাদিপশুর মৃত্যু।

বীমার আওতাভুক্ত গবাদিপশুর মৃত্যু হলে উক্ত গবাদিপশুর বিপরীতে গৃহীত সমুদয় ঋণ ও সার্ভিস চার্জ বীমাকৃত হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও, বীমাকৃত গবাদিপশুর মৃত্যুর ক্ষেত্রে গবাদিপশু ক্রয়ের তারিখ হতে গবাদিপশুর মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত গবাদিপশু লালন-পালন বাবদ প্রতি মাসে ৫০০/- টাকা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি গবাদিপশুর জন্য টিকা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। সদস্যদেরকে বীমার আওতায় প্রতি গবাদিপশুর জন্য ২০০/- টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে বীমার মেয়াদ ৬ মাস।

সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত গবাদিপশু বীমা (পাইলট) কার্যক্রমের আওতায় ১৭,১৪০টি গরু বীমার আওতাভুক্ত হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে ২৮৯.৩৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এযাবৎ ৫৭টি গরুর মৃত্যু দাবী বাবদ বীমাংক হিসেবে ১.০২ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে। গবাদিপশু বীমা (পাইলট) কার্যক্রমের সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপিত হল ঃ

সহযোগী সংস্থার	বীমার মেয়াদ	বীমাকৃত গরুর সংখ্যা	প্রিমিয়াম প্রতি গরু (টাকা)	মোট প্রিমিয়াম আদায় (টাকা)	বীমাকৃত মোট পরিশোধ (টাকা)	মৃত গরুর মোট সংখ্যা	বীমা দাবী (টাকা)		বীমা বাবদ মোট প্রদান (টাকা)		
							ঋণ	লালন-পালন	ঋণ	লালন-পালন	মোট
আফাউস	৬ মাস	৯৮৫	২০০	১৯৭০০০	১৪৭৭৫০০০	২	২৭১০০	২৫০০	২৭১০০	২৫০০	২৯৬০০
এএসকেএস	৬ মাস	৪৮৯	২০০	৯৭৮০০	১৪৫৯২০০০	০	০	০	০	০	০
গ্রামাউস	৬ মাস	১১৯২	২০০	২৩৮৪০০	২৬৪৫১০০০	৪	১০৬৯০০	২৫০০	১০৬৯০০	২৫০০	১০৯৪০০
জাকস ফাউন্ডেশন	৬ মাস	১২২২৯	২০০	২৪৪৫৮০০	১৯৫০১৯০০০	৫১	৮৫৪৩০০	২৩৫০০	৮৫৪৩০০	২৩৫০০	৮৭৭৮০০
শার্প	৬ মাস	৫১৩	২০০	১০২৬০০	৭৬৯৫০০০	০	০	০	০	০	০
ভার্ক	৬ মাস	১২৬৫	২০০	২৩০৫৭০	২৩০৫৭০০০	০	০	০	০	০	০
এসকেএস	৬ মাস	৪৬৭	২০০	৯৩৪০০	৭৮০০০০০	০	০	০	০	০	০
মোট:		*১৭১৪০*		*৩৪০৫৫৭০*	*২৮৯৩৮৯০০০*	*৫৭*	*৯৮৮৩০০*	*২৮৫০০*	*৯৮৮৩০০*	*২৮৫০০*	*১০১৬৮০০*

দৃঢ় মনোবল আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কষ্টকে জয় করেছেন লাকী

হোসনে আরা পারভীন লাকী 'রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)' সংস্থার একজন ঋণ গ্রহীতা, যিনি মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এক আদর্শ উদাহরণ। তিনি একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। দৃঢ় মনোবল আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি এই সফলতা অর্জন করেছেন। সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার এই সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাঁর বাবার সাথে বসবাস করেন। তাঁর বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই লাকী সমাজে মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। কিন্তু মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাঁর জীবন পাল্টে যায়। বাবার পেনশনের টাকায় সংসারের যাবতীয় খরচ চালানো দিন দিন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

এরকম সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে কিছু একটা করে লাকী তাঁর বাবাকে সহযোগিতা করতে চাইলেন। তাই তিনি এক প্রতিবেশীর দর্জি দোকানে কাজ নিলেন। কিন্তু দোকানের পরিবেশ তাঁর অনুকূলে ছিলো না, কারণ পুরুষের পাশাপাশি কাজ করা তাঁর জন্য সহজ ছিলো না। তাই লাকী নিজেই এককভাবে দোকান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু দোকান দেয়ার মতো প্রয়োজনীয় টাকা তাঁর ছিলো না।

ঋণের জন্য লাকী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কাছে আবেদন করেন, কিন্তু তিনি অবিবাহিত বলে কেউ সহায়তা করেননি। এরকম এক অসহায় অবস্থায় আরআরএফ সংস্থার এক মাঠকর্মীর সাথে লাকীর পরিচয় হয়। মাঠকর্মী তাঁর সব কথা শুনে তাঁকে আরআরএফ সংস্থার রংধনু সমিতিতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাঁর পরামর্শে লাকী রংধনু সমিতিতে ভর্তি হয়ে প্রথম দফায় ৫,০০০/- টাকা ঋণ নিলেন। এ টাকা দিয়ে তিনি দর্জির কাজ শুরু করলেন।

লাকীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত দরিদ্র মহিলাগণ

পর্যায়ক্রমে তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় যথাক্রমে ৮,০০০/-, ১০,০০০/- ও ১৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পঞ্চম দফায় তিনি ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণের আওতায় ৩০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকা বিনিয়োগ করে তিনি দর্জি কাজের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে এমব্রয়ডারী ও বুটিকের কাজ শুরু করেন। লাকীর নিরলস পরিশ্রমের ফলে একসময় 'লাকী হস্তশিল্প ও দর্জি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে তাঁর এই প্রতিষ্ঠানে ৬০ জন দরিদ্র মহিলা কাজ করেন। যাদের মধ্যে ১১ জনই প্রতিবন্ধী। বর্তমানে লাকী একজন আত্মনির্ভরশীল মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং একইসাথে তিনি ৬০ জন অসহায়, হতদরিদ্র মহিলার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন।

একজন মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে লাকী সমাজে বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। যেমনঃ প্রথমেই তাঁর নিজ পরিবার থেকে বাধা আসে যাতে তিনি এ ধরনের কাজ না করেন। কারণ একজন মহিলা হিসেবে তিনি পুরুষের নানা রকম হয়রানীর শিকার হতে পারেন। এছাড়াও প্রয়োজনীয় পুঁজি এবং কাজের উপযোগী জায়গার অভাব ছিলো। একজন মহিলা হয়ে একা কাজ করার জন্য সমাজের বিভিন্ন মানুষের বিরূপ মন্তব্য সহ্য করতে হয়েছে। পণ্য বাজারজাত করার পর প্রকৃত মূল্য না পাওয়া ছিলো আরেক প্রধান সমস্যা। কিন্তু লাকী তাঁর দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সমস্ত চ্যালেঞ্জ ও বাধা মোকাবেলা করেছেন। এক্ষেত্রে লাকী তাঁর বাবার এবং আরআরএফ সংস্থার অব্যাহত সহযোগিতা পেয়েছেন। বর্তমানে লাকীর প্রতিষ্ঠানে শাড়ি, মেয়েদের সালোয়ার কামিজ, শিশুদের বিভিন্ন ধরণের পোশাক, হস্তশিল্প, ওয়ালম্যাট, নকশী কাঁথা, কুশন কভার ইত্যাদি পণ্য তৈরি হয়। 'লাকী হস্তশিল্প ও দর্জি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যতিক্রমধর্মী ডিজাইন ও গুণগত মানের কারণে এ সকল পণ্যের চাহিদা ব্যাপক। প্রথমদিকে এসকল পণ্য সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন শো-রুমে বিক্রি হতো কিন্তু বর্তমানে এগুলো ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বাজারজাত করা হচ্ছে। লাকী হস্তশিল্প ও দর্জি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল কারণ এই প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে।

নিজ দোকানে প্রস্তুতকৃত পোশাক প্রদর্শন করছেন লাকী

বর্তমানে লাকী একজন গর্বিত আত্মনির্ভরশীল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। তাঁর ক্ষুদ্র উদ্যোগ টেকসইভাবে চলমান রাখার জন্য বর্তমানে নিজের মূলধন ২ লক্ষ টাকা ও প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার স্থায়ী সম্পদ রয়েছে। একজন মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি তাঁর উদ্যোগের সফলতার অভিজ্ঞতা নিজ জেলাসহ দেশের অন্যান্য জেলার অসহায়, প্রতিবন্ধী ও হতদরিদ্র মহিলাদের সাথে বিনিময় করতে চান, যাতে নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়। তিনি নিজ ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশের প্রতিটি জেলায় এ ধরণের স্বতন্ত্র এবং উন্নতমানের একটি করে দর্জি ও হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান। লাকী তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী। তাঁর বিশ্বাস আমাদের সমাজের অবহেলিত, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও হতদরিদ্র মহিলারা একদিন আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্তর্ভুক্তিমূলক বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা বা তাদের পরিবারকে বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি যেমন: দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি সংশিষ্ট ক্ষতিসমূহ হতে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে স্বল্প খরচে বীমা সেবার মাধ্যমে তাঁদের কল্যাণ সাধন এবং উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল সম্পদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা। প্রকল্পের আওতায় সহজ শর্তে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে জীবনবীমা, স্বাস্থ্যবীমা, গবাদিপশু বীমা, দুর্যোগকালীন বীমা ইত্যাদি ক্ষুদ্রবীমা সেবা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ ক) বাজার জরিপ ও ক্ষুদ্রবীমা সেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন; খ) ক্ষুদ্রবীমা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন ও আইনী কাঠামো সুসংহত করা; গ) ক্ষুদ্রবীমা সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং ঘ) পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্রবীমা সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

থাইল্যান্ড সফরকালে একটি সেমিনারে ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

- প্রকল্পের বাজার জরিপ কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর ২০১১ নাগাদ সমাপ্ত হবে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ আগষ্ট ২০১১-এ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে তথ্য পরিশোধন, পরিমার্জন ও বিশেষণের কাজ চলছে।
- এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর একটি রিভিউ মিশন ২৫-২৮ জুলাই ২০১১ তারিখে প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং ফাউণ্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রকল্প সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ সমাপ্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিলম্ব হওয়ার কারণে, প্রকল্প শাখার পক্ষ থেকে এডিবি মিশনকে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে ADB প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর ৬ মাস বৃদ্ধির ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে। বর্তমানে অর্থমন্ত্রণালয়ের সাথে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এডিবি প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করবে।

- প্রকল্প শাখা বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্রবীমা খাতের তথ্যাবলী সহকারে একটি Virtual Library প্রস্তুত করেছে যা পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণের জন্য ক্ষুদ্রবীমা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে সহায়ক হবে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে পিকেএসএফ-এ এক অভ্যন্তরীণ কর্মশালায় ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ লাইব্রেরীটি উদ্বোধন করেন।
- "বীমা এবং ক্ষুদ্রবীমা" শীর্ষক একটি কর্মশালা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ফাউণ্ডেশনের কর্মকর্তাদের বীমা ও ক্ষুদ্রবীমা সংক্রান্ত ধারণা প্রদান করাই ছিলো কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকল্প সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ যে সকল বিষয়াবলী উপস্থাপন ও আলোচনা করেন, সেগুলো হলো- ক) বীমা সম্পর্কিত ধারণাসমূহ; খ) ক্ষুদ্রবীমার মূল বিষয়সমূহ; এবং গ) ক্ষুদ্রবীমা: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত।
- বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর করতে অন্যান্য দেশের ক্ষুদ্রস্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য রকফেলার ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-কে একটি অনুদান তহবিল প্রদান করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ভারত, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবীমা কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে ৩টি শিক্ষা সফর সম্পন্ন হয়েছে। ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবীমা কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত শিক্ষা সফরসমূহে ফাউণ্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে তিনটি দল অংশগ্রহণ করে। রকফেলার ফাউন্ডেশন কর্তৃক অর্থায়নকৃত প্রকল্পটি ডিআইআইএসপি-এর যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবীমা কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

এগিয়ে চলছে সমৃদ্ধি

পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে প্রতিটি পরিবারের বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সম্ভাবনাময় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উক্ত সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। সমৃদ্ধি কর্মসূচিটি পরিবারভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া হিসেবেও বিবেচিত। অদ্যাবধি সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে তা নিম্নরূপ-

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির নির্বাচিত ২১টি ইউনিয়নের মোট ১,১৭,৬১৬টি খানার মধ্যে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য খানার সংখ্যা ৮৫,৫২৩টি (শতকরা ৭৩ ভাগ)। এ পর্যন্ত ২১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৪২,০৭২টি খানাকে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইউনিয়নসমূহের সামগ্রিক তথ্যের সমন্বয়ে একটি কম্পিটারভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের শাখা অফিসসমূহে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- কর্মসূচির লক্ষ্যভুক্ত সকল পরিবারের জন্য 'পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' ছক প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রতি ইউনিয়ন হতে ১০০টি করে মোট ২,১০০টি 'পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' মাঠ পর্যায়ে তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে এ সকল পরিকল্পনা পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি ইউনিট কর্তৃক বিশেষণের মাধ্যমে উপযোগী কার্যক্রম নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ চলমান রয়েছে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা 'সংগ্রাম'-এর নির্বাহী পরিচালকের হাতে হেল্‌থ কীটবক্স তুলে দিচ্ছেন

- সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২১টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বান্ধব বন্ধুচুলা ও সোলার সিস্টেম কার্যক্রম ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ পর্যন্ত ২০০০-এর অধিক বন্ধুচুলা ও সোলার সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে।

- সমৃদ্ধিভুক্ত ২১টি ইউনিয়নে একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কার্যক্রমের আওতায় ২৩৭ জন স্বাস্থ্যসেবী ও ৪২ জন স্বাস্থ্য-সহকারী নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক স্বাস্থ্য-সহকারী ও স্বাস্থ্যসেবীর জন্য ১ সেট করে মোট ২৭৯ সেট প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ হেল্‌থ কীটবক্স সরবরাহ করা হয়েছে।

- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্রদের ঝরে পড়া রোধকল্পে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা বিষয়ক একটি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২১টি ইউনিয়নে মোট ৩৬০টি শিক্ষাকেন্দ্র শুরু হয়েছে যাতে ৩৬০ জন শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯১৭৬ জন।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ঔষধি গাছ চাষের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের সহযোগী আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। Inter-Cooperation (IC)-এর সাথে ঔষধি গাছ চাষ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সহযোগী সংস্থা সলিডারিটি, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, এসকেএস ফাউন্ডেশন এবং এসডিসি কর্তৃক সংশিষ্ট ইউনিয়নে ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ৫/৬টি করে ঔষধি গাছের পট তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

- সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের সকল বেসরকারি স্কুল/কলেজ, মাদ্রাসা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ, মন্দির, পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন বা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানির জন্য পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ), কালভার্ট, বাঁশ/কাঠের সাঁকোর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ/স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে মাঠপর্যায়ে চাহিদা নিরূপণ করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়নসমূহের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ২১টি ইউনিয়নের জন্য পৃথক ইউনিয়ন প্রোফাইল প্রস্তুত করা হয়েছে যা শীঘ্রই মুদ্রণ করা হবে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি

ক্ষুদ্র-উদ্যোগ উন্নয়ন ও গ্রামীণ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে দ্রুত টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণে ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রম বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিগত ১১ আগস্ট ২০১১ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও গ্রামীণ শিল্প বিকাশে ব্যবসাগুচ্ছ ভিত্তিক উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষে কর্মকর্তাগণ মত প্রকাশ করেন।

FEDEC প্রকল্পের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ৬টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে বিগত জুলাই'১১-সেপ্টেম্বর'১১ সময়ে ৫টি সহযোগী সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এ প্রকল্পগুলো হলো "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে শৈবাল চাষীদের আয় বৃদ্ধিকরণ" ও "স্বাস্থ্যসম্মত শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ" যা The Coastal Association for Social Transformation Trust শীর্ষক সহযোগী সংস্থা বাস্তবায়ন করবে এবং "হাঁস পালন", "ফুল চাষ-২য় পর্যায়", "বিদ্যুৎ চালিত তাঁতে শাল (শীত বস্ত্র) তৈরি", "সবজি ক্ষেতের আইলে সজনে চাষ" যা যথাক্রমে ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন; আরআরএফ; দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা এবং এসডিআই বাস্তবায়ন করবে। উলেখ্য এ ৬টি প্রকল্পসহ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৪টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পিকেএসএফ স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ

- বিগত ১৬ আগষ্ট ২০১১ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং জনাব মাহবুবুল ইসলাম খান-এর মধ্যে Microfinance for Marginal and Small Farmers (MFMSF) প্রকল্পটির Project Completion Report (PCR) তৈরির জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ-এর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

- বিগত ২৩ আগষ্ট ২০১১ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং The Nielsen Company Bangladesh Limited এর মধ্যে Microfinance for Marginal and Small Farmers Project (MFMSFP) এর আওতায় Impact Study সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ-এর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার জন্য দেশে এবং বিদেশে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১ সময়কালে পিকেএসএফ এর প্রশিক্ষণ শাখা পিকেএসএফ-এর এবং দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ভবনে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ কোর্স এবং শিক্ষা সফরের আয়োজন করেছে।

ক. দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসমূহ

ক১. সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য 'ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক মোট ৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ৭৯টি সহযোগী সংস্থার মোট ১৫২ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

তদারকি ও পরিবীক্ষণ

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য 'তদারকি ও পরিবীক্ষণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ২৫টি সহযোগী সংস্থার মোট ৪৫ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য 'প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ১২টি সহযোগী সংস্থার মোট ২২ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য প্রদান করছেন

বহিঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ কর্মীদের জন্য 'দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক মোট ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ১২৫টি সহযোগী সংস্থার মোট ৩৭৫ জন মাঠ কর্মী এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ডি.কে ফাউন্ডেশন, ঢাকা; সিডিএফ, ঢাকা; স্যাপ-বাংলাদেশ, ঢাকা; সৃজনী বাংলাদেশ, ঝিনাইদহ; এনডিপি, সিরাজগঞ্জ; জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, যশোর; পিএমকে, ঢাকা; প্রত্যাশী, চট্টগ্রাম; জিবিকে, দিনাজপুর; দিশা, কুষ্টিয়া; সোপিরেট, লক্ষ্মীপুর এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন, চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের হিসাবরক্ষকদের জন্য 'হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক মোট ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে।

১০১টি সহযোগী সংস্থার মোট ২০৫ জন মাঠ পর্যায়ের হিসাবরক্ষক এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ধরিত্রী ফাউণ্ডেশন, ঢাকা; সিডিএফ, ঢাকা এবং ডি.কে ফাউন্ডেশন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

খ. ফাউণ্ডেশনের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

পিকেএসএফ উলেখিত সময়ে (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১) ভারত, থাইল্যান্ড এবং ফিলিপাইন-এর ক্ষুদ্র বীমা কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে অধিকতর ধারণা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে এ ৩টি দেশে ৩টি এক্সপোজার-কাম-স্টাডি ভিজিট এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। মাইক্রোসেভ, ভারত; ন্যাশনাল হেলথ সিকিউরিটি অফিস (এনএইচএসও), থাইল্যান্ড এবং দি সেন্টার ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট মিউচ্যুয়ালি রিইনফোর্সিং ইনস্টিটিউশন্স (সিএআরডিএমআরআই), ফিলিপাইন উলেখিত সফরসমূহের আয়োজন করে। সহযোগী সংস্থার ১৪ জন কর্মকর্তা, ৩ জন সরকারি কর্মকর্তা এবং পিকেএসএফ-এর ১২ জন কর্মকর্তাসহ মোট ২৯ জন কর্মকর্তা উক্ত এক্সপোজার-কাম-স্টাডি ভিজিট সমূহে অংশগ্রহণ করেছেন।

- পিকেএসএফ-এর ২জন কর্মকর্তা জনাব জিতেন্দ্র কুমার রায়, ব্যবস্থাপক এবং জনাব এ.টি.এম. হেমায়েতুর রহমান, ব্যবস্থাপক থাইল্যান্ডের *"এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি)"-তে "AIT-InM Teaching Case-Bank on Microfinance" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। AIT এবং Institute of Microfinance (InM)* যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সটি আয়োজন করে।
- জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ ইন্দোনেশিয়ার ইয়োগাকার্তায় 'Monitoring and Evaluation' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এশিয়া প্যাসিফিক রুরাল এন্ড এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট এসোসিয়েশন (এপিআরএসিএ) প্রশিক্ষণ কোর্সটি আয়োজন করে।
- ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ, পিকেএসএফ নেপালে অনুষ্ঠিত নিম্নোক্ত কর্মসূচি সমূহে অংশগ্রহণ করেনঃ

১. Stakeholders Consultation workshop on "Standardized Baselines under the Clean Development Mechanism (CDM)".

২. The Regional meeting of the CDM Designated National Authority (DNA) Forum for Asia and the Pacific.

৩. The workshop on "Improving the Regional Distribution of CDM projects in Asia and the Pacific".

উলিখিত সভা ও কর্মসূচিসমূহ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), ইনস্টিটিউট ফর গোবাল এনভায়রনমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস (আইজিইএস) এবং ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) যৌথভাবে আয়োজন করে।

গ. পিকেএসএফ কার্যালয়ে শিক্ষাসফর

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার জন্য পিকেএসএফ তথা বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমসমূহের উপর এক্সপোজার-কাম-স্টাডি ভিজিটের আয়োজন করে থাকে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১ সময়কালে নিম্নোক্ত ২টি এক্সপোজার-কাম-স্টাডি ভিজিট অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ

- রুয়ান্ডার একটি টীম বিগত ১৪ জুলাই ২০১১ তারিখে পিকেএসএফ পরিদর্শন করে।
- ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে পাকিস্তান পোভার্টি এলিভিয়েশন ফান্ড (পিপিএএফ) এবং এর সহযোগী সংস্থার মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি টীম পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'সজাগ' পরিদর্শন করেন।

পিকেএসএফ সফররত পাকিস্তানী দলের সাথে আলোচনারত ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ ঃ পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

বিগত জুলাই ২০১১ হতে আগষ্ট ২০১১ সাল পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এর আওতায় মোট ১৭০৪.৮০ মিলিয়ন টাকা এবং প্রকল্পের আওতায় ৪৬.৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১১৫৩২৫.৫২ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৮.৩২ ভাগ।

মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসমূহঃ গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ, নগর ক্ষুদ্রঋণ, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ, মৌসুমী ঋণ, পার্টিসিপেটরী লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-১(পিএলডিপি-১), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ, রিহ্যাবিলিটেশন অব নন-মটোরাইজড ট্রান্সপোর্ট পুলার এ্যান্ড পুওর ওনার্স (আরএনপিপিও), রিহ্যাবিলিটেশন অব সিভর এ্যাফেক্টেড কোস্টাল ফিশারি, স্মল বিজনেস এ্যান্ড লাইভস্টক এন্টারপ্রাইজ (রেসকিউ), স্পেশাল এসিসটেন্স ফর হাউজিং অব সিভর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স (সাহস) এবং কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ (এএসএম)।

পার্টিসিপেটরী লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২(পিএলডিপি-২), ট্রেনিং এমপয়মেন্ট এ্যান্ড ইনকাম জেনারেশন প্রোগ্রাম (টিইআইজিপি), ইন্টিগ্রেটেড ফুড এসিসটেড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (ইফাদেপ), সোসিও-ইকনমিক রিহেবিলিটেশন লোন প্রোগ্রাম, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা পুওরেষ্ট (এফএসপি), মাইক্রোফাইন্যান্স এ্যান্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (এমএফটিএসপি), পার্টিসিপেটরী লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, মাইক্রোফাইন্যান্স ফর মার্জিনাল এ্যান্ড স্মল ফার্মার্স প্রজেক্ট (এমএফএমএসএফপি), লাইভলিহুড রিস্টোরেশন প্রোগ্রাম (এলআরপি), লার্নিং এ্যান্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (লিফট), প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ (আইডি), র"রাল ইলেক্ট্রিফিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আরইডিপি), ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর ওভারসীজ এমপয়মেন্ট অব আল্ট্রাপুওর প্রোগ্রাম (এফএসওইইউপিপি), ইমারজেন্সী ২০০৭, ফান্ড রেস্টোরেশন এ্যান্ড রিকভারী এসিসটেন্স প্রোগ্রাম (ইফরাপ)।

নিম্নে আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের কর্মসূচী/প্রকল্প ভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো ঃ

কর্মসূচি/প্রকল্প	*ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত-মিলিয়নে-টাকায়)*	*ঋণস্থিতি (মিলিয়নে-টাকায়)*
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)*	১০১৫৫৬.৪৫	২৭৩০০.০০
প্রকল্পসমূহ*		
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
টিইআইজিপি	১৪.০০	০.০০
ইফাদেপ	৮৫.৫০	০.২৮
এসআরএলপি	৪৯১.৬৫	০.০০
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এমএফটিএসপি	২৫৩৯.৩০	৬২৪.৬৫
এমএফটিএসপি (আইডি)	২৪.৪৭	৩.১৪
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৭৬৩.০১
এমএফএমএসএফপি	৩৪৬৫.১০	১১৯০.০০
এমএফএমএসএফ (আইডি)	১০.৮৮	১.০৭
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
লিফট	১৮৪.২০	১২৫.৯৩
আরইডিপি	৪৪.৮২	০.০০
ইফরাপ	১১২২.৫০	৩১৮.২০
প্রকল্পসমূহ (মোট)	**১৩৭৬৯.০৭**	**৩০২৬.৮৩**
সর্বমোট	**১১৫৩২৫.৫২**	**৩০৩২৬.৮৩**

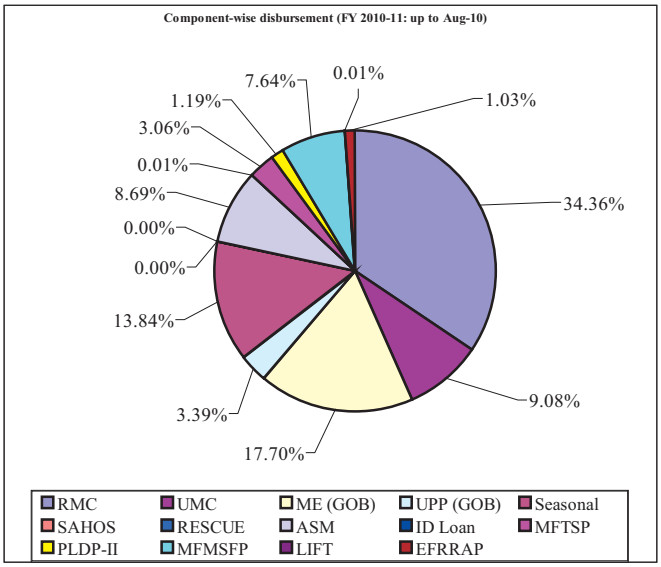

তুলনামূলক ঋণ বিতরণ বিবরণী (২০-১০-১১ এবং ২০১১-১২)

কার্যক্রম	*বিতরণ (২০১০-১১) আগষ্ট ২০১০ পর্যন্ত কোটি টাকা*	*বিতরণ (২০১১-১২) আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত কোটি টাকা*
গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ	৭১.৯২	৬৫.৭৯
নগর ক্ষুদ্রঋণ	১৯.০০	১০.৪৫
ক্ষুদ্রউদ্যোগ	৩৭.০৫	৪০.১০
অতিদরিদ্র	৭.১০	১২.৯০
মৌসুমী	২৮.৯৮	৩০.৪৪
সাহস	০.০০	০.০০
রেসকিউ	০.০০	০.০০
কৃষি ঋণ	১৮.২৮	১০.৮০
প্রাতিষ্ঠানিক	০.০২	০.০০
এমএফটিএসপি	৬.৪০	২.১৫
পিএলডিপি-২	২.৫০	০.০০
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী	১৬.০০	২.৫০
লিফট	০.০২	০.০০
ইফরাপ	২.১৫	০.০০
মোট:	২০৯.৩৪	১৭৫.১৩

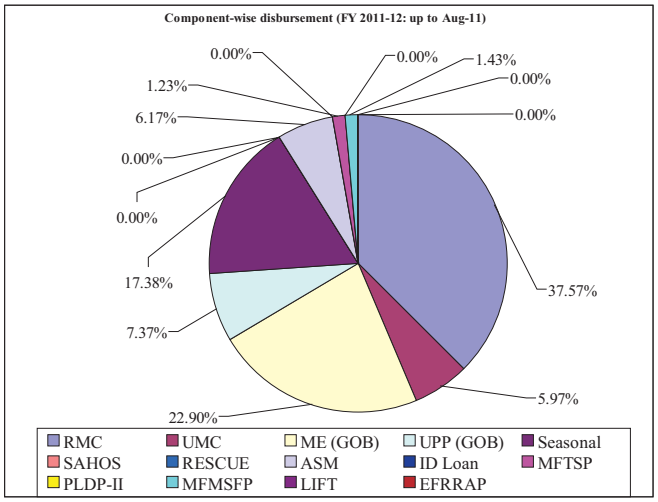

উপকারভোগী পর্যায়ে ঋণ বিতরণ

৩১ আগষ্ট, ২০১১ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে প্রাপ্ত তহবিল ব্যবহার করে সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে ৮.২৫ মিলিয়ন উপকারভোগীদের মধ্যে মোট ৬৯০.২৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। উপকারভোগীদের শতকরা ৯১.৪২ ভাগ মহিলা। সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৮.৮৬ ভাগ।

পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা

বর্তমানে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা সর্বমোট ২৬৮টি, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করছে। নতুন এনজিও বা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ পিকেএসএফ-এর একটি অন্যতম কর্মকাণ্ড। জুলাই ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর ২০১১ সময়কালের মধ্যে পিকেএসএফ পরিবারে ১টি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বছরভিত্তিক সহযোগী সংস্থার তুলনামূলক চিত্রঃ

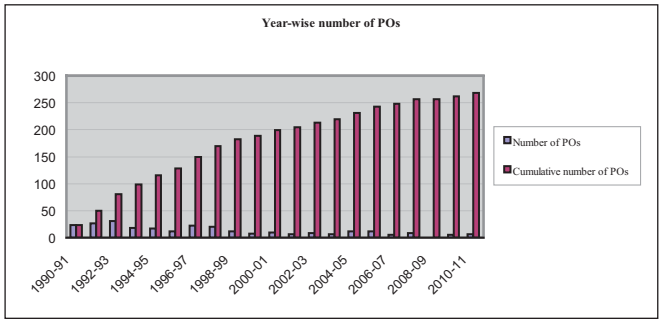

নিম্নে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

এসোসিয়েশন ফর আন্ডার-প্রিভিলেজড পিপল (এইউপি)

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৭০তম সভায় ঢাকাস্থ একটি স্বেচ্ছাসেবীমূলক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অনুমোদন প্রদান করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চাঁদপুর এবং কুমিল্লা জেলার ৫টি উপজেলার ২৩টি ইউনিয়নের ১৩১টি গ্রামে বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠানটির ঋণস্থিতির পরিমাণ বর্তমানে ৩২.৭২ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৩০৪২। প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৩০৫টি সমিতিতে মোট ৩৯৬৯ জন সদস্যকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং সদস্যদের সঞ্চয়স্থিতি বর্তমানে ৭.২২ মিলিয়ন টাকা। প্রতিষ্ঠানটি এযাবৎ মোট ২৮৬.৭৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯.৭৫ ভাগ। কার্যনির্বাহী কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুজিবুল ইসলাম ফারুক প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান নির্বাহী পরিচালক।

জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ এসোসিয়েশন ফর আন্ডার-প্রিভিলেজড পিপল (এইউপি)-এর চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালকের হাতে চেক হস্তান্তর করছেন

পিকেএসএফ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি জন্মলগ্ন হতে পিকেএসএফ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ প্রতিনিয়ত পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ ঃ

- ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি
- ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, সদস্য ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
- প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, সদস্য
- ড. ইকবাল মাহমুদ, সদস্য
- বেগম তাহরুন্নেসা আব্দুল্লাহ, সদস্য
- ড. নাজমুন্নেসা মাহতাব, সদস্য
- ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেষ্টা : ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

সদস্য : আয়েশা নুসরাত জাহান
জিসান আফরিন
শারমিন মৃধা

সম্পাদক : ড. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক : এ.টি.এম. হেমায়েতুর রহমান

পিকেএসএফ নিউজলেটার

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
প্লট : ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩, ৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org
ওয়েব : www.pksf-bd.org

বুক পোস্ট